বাতি ঘর

পঞ্চম

ইফফাত আরেফীন

সব কিছু আচ্ছন্ন করে রেখেছে সকালের খাবার টেবিল। কোন অর্ণব সত্যি? যার সঙ্গে আট বছর সংসার করেছে সে, নাকি সকালে নাস্তার টেবিলে অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সেদ্ধ ডিমে বিট লবণ লাগাতে লাগাতে বসে খাওয়া কথার অর্ণব! ঠিক এই ভাবে ভাবতে পারা অথবা এই ভাষা! তনুকার বোধগম্য অর্ণব তো কেবল বোঝে ব্যবসা এবং মাঝে মাঝে বউ মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে বের হওয়া অথবা কালে ভদ্রে মঞ্চ নাটক দেখা সেও বউকে খুশি করতে। আশ্চর্য, আটটা বছর পাশাপাশি ঘুমিয়ে একটুও বুঝতে পারেনি। অথচ তনুকা সম্পর্কে অবলীলায় বলতে পারাটা কি ভীষণ আশ্চর্যের। তনুকার কথাগুলোই কি ফিরিয়ে দিলো? হাসতে হাসতে একদিন তনুকা বলেছিলো কোথায় যেন পড়েছিলাম 'দাম্পত্য মানে একে অপরকে সহ্য করে যাবার খেলা'। সেটুকুও অর্ণব ধারণ করে রেখেছে এই মোক্ষম সময়ের জন্য!

তনুকা জানে সে দ্বিচারিনি, সে তো সবাই মনে মনে। বিয়ে মানে সহ্য করে যাবার খেলা বলেই অর্ণবকে সে বিয়ে করেছিলো। এমনকি শরীর শরীর খেলাতেও তার ভূমিকা ছিলো বেশ নিস্প্রভ। বিয়ের কিছুদিন বাদে কোনো এক রাতে রতিক্লান্ত শরীরে তনুকা অর্ণবের পাশে শুয়ে একটা ঘটনা বলেছিলো, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তনুকার হল রুমের দেয়ালে দেখেছিলো রমণরত দুই টিকটিকি, অল্প সময় পরে রতিক্লান্ত দু'জন পাশাপাশি পড়ে ছিলো।' বলার পর তনুকা জিজ্ঞেস করেছিলো বলতো আমাদের আর ওদের তফাৎ কি? অর্ণবের সরল উত্তর ছিলো 'টিকটিকির রক্ত সাদা আর আমাদের লাল। তনুকা মনে মনে জানে আদতে কোনো তফাৎ নেই ওটুকু ছাড়া।

সকালে অর্ণব কি অদ্ভুত ভাবে বলে গেল তনুকা আট বছরের সংসারে তোমার প্রতিটা কথা আমার মনে আছে। টিকটিকির গল্পটাও! কথাগুলো বলার সময় অর্ণবকে কি ভীষণ স্থির সৌম্যকান্তিময় দেখাচ্ছিলো! ঠোঁটের কোনে একটু হাসি কি লেগেছিলো?

কালো জমিনের শাড়ি অথবা চুড়িদার তনুকার শরীর ছোঁয় না কেন না কালোতে ভীষণ অরুচি অর্ণবের। আট বছর তনুকা দু'চামচের বেশি বা কম চিনি অর্ণবের চায়ে দেয়নি। ডালে পাঁচ ফোড়ন অর্ণবের ভীষণ পছন্দ তনুকা তা ভুল করে না।

হঠাৎ বুঝতে পারে তার চোখে জল, ভাবতে চায় পেঁয়াজ কাটার ফল। কিন্তু সে তো বুয়ার কাজ ফ্রাইপ্যান এ সবজি বাগার দিতে দিতে চোখ মুছে ফেলে। অর্ণবের কথাটাই জাবর কাটে নিজেকে কেন ঠকাচ্ছ তনুকা? আরও যেন কি বলেছে অর্ণব? মাথার ভেতর হাতড়ে ফেরে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ে যায়। 'প্রতিটি রাতে যতবার তোমাকে ছুঁয়েছি ততবার তুমি কেঁপে উঠেছো, শিউরে উঠেছো যেন অন্য পুরুষ তোমাকে স্পর্শ করেছে। তোমার মধ্যে আমি কোনো দিন প্রশান্তি দেখিনি। তোমাকে নিয়ে যতবার ঘরের বাইরে গিয়েছি দেখেছি তুমি কাকে যেন খোঁজ। আমি তোমার পুরুষ হতে পারিনি পরপুরুষ রয়ে গেছি।'

গত আট বছর তনুকা কোনো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। তার সমস্ত আবেগ অনুভূতি সে বন্দী করে রেখেছে তালপুকুরের সিন্দুকের চৌদ্দটা বাক্সের শেষ বাক্সে। কিভাবে ধরা পড়ে গেল তনুকা?

অর্দ্রির ডাকে ঘোর ভাঙে। আশ্চর্য কখন এলো মেয়েটা টের পাইনি কেন?

: মা জানো বুবুনটা স্কুলের গোলাপ ফুলের কুঁড়ি খেয়ে ফেলেছে। ওর নাকি মিষ্টি লাগে বাংলার মিস বলেছে ও নাকি বড় হয়ে পাকিস্তানি মুরগি হবে। কি অদ্ভুত না বুবুন বড় হয়ে মুরগি হয়ে যাবে।

তনুকা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, আশ্চর্য অর্দ্রি কবে থেকে অদ্ভুতকে ওদ্ভুত বলে? তনুকা চেয়েছিলো হিমাদ্রিকে আজ কিছুতেই ডাকবে না। হিমাদ্রি বলতো ওদ্ভুত। রিকশাতে ঘুরতে ঘুরতে বলতো দেখেন তনুকা আপা মেঘগুলোকি ওদ্ভুত। মেঘগুলো গলে গলে কি ওদ্ভুত আলো এসে পড়েছে পাতাগুলোতে। ওই পাতাগুলোর কাছে আলোটা খুব খুব মূল্যবান তা জানেন? আমার কাছে আপনি ঠিক ওরকম!

মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ভড়কে যায় অর্দ্রি। ছয় বছরের জীবনে এই প্রথম কোনো বয়স্ক মানুষের চোখে জল দেখেছে সে, মা কাদছো? কেউ বকা দিয়েছে? বাবা? খুব ওন্যায় করেছে। তনুকা এবার স্তম্ভিত হয় আশ্চর্য! আশ্চর্য!

মনে পড়ে অর্ণবের কথা 'তনুকা আমাদের এই সংসার সংসার নামক হিপোক্রেসি যদি অর্দ্রি কখনও ধরতে পারে ওর অবস্থা কি হবে ভাবতে পারো? আমাদের ফাঁকটুকু নিয়ে ও বেড়ে উঠুক সেটা কি ভালো। আমি মনোগমাস তাই ভীষণ মানোগমাস থাকতে চাই। কিন্তু সমস্যা কি জানো? আমি সেটা বুঝি আর বুঝি বলেই ভয় হয়।'

আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না।

কিন্তু তনুকা কিভাবে মুছে ফেলবে সেই সব দিন, সুজলপুর, ছুটিপুর, সুতনুকানদী, আর ছাদে লুব্ধক তারা নিচে সেই চুম্বন। তারপর সেই মুক্তেশ্বরী নদী হিমাদ্রি যার নাম দিয়েছিলো মৌমিতা। তনুকা তো জানে তাকে যেতে হবে মেঘের কাছে। মেঘ ফিরবে, হিমাদ্রির আর কোনো জায়গা নেই।

কিন্তু অর্ণবের অবাক চোখ ভুলতে পারছে না তনুকা খানিকটা ভেজা অথচ কি দৃঢ় স্বরে অর্ণব বলল, তনুকা আমি অবাক হয়ে যাই তোমাকে দেখে কতোটা নিপুণ ভাবে ঘরকন্যা করো তুমি অথচ ঠিক কতোটা ভেতর থেকে কর না। তুমি কে তনুকা? কোনটা সত্যি? অর্দ্রির জন্মের আগে থেকে এই প্রশ্নগুলো ঘুরছে মাথায় আমি আর পারছি না, মনে পড়ে তোমার? মৃত্তিকা যখন প্রথম মা হলো আমরা দেখতে গেলাম তুমি বললে 'মৃত্তিকার চোখে আলো দেখছো? মা হলে বোধ হয় এমন হয়, ভালোবাসার কি আশ্চর্য সৃষ্টি না?' তনুকা তোমার চোখে আমি সে আলো খুঁজেছিলাম পাইনি।

আলোর উৎস যে নেই অর্ণব, আমার সমস্ত আলো হিমাদ্রি নিয়ে গেছে, তোমার আলোতে মেশেনি আমার আলো। খুব ক্ষীণ একটা রেখা টিম টিম করছে, তাতে কাজ চলে বটে কিন্তু স্বস্তি হয় না।

হিমাদ্রি বলতো আপনি হলেন নদী, সুতনুকা নদী। অথচ সেই ছোট্ট বুকে কি আঘাত করেছে। হিমাদ্রি চলে গেছে ফুলের কাছে যাবার আগে চিঠিতে লিখেছিলো—

'যে নদীটি চলে গেছে শহরের বুক চিরে রূপকথার মতন
তার হৃদয়ে কাছে গিয়ে হাঁটুমুড়ে আর কখনই বলব না
ব্যথা পেয়েছি ভীষণ'

কিন্তু হিমাদ্রি বলেছিলো ফিরবো সত্যি ফিরবো হয়তো দেখা হবে মায়া সভ্যতায়।

সকালে অর্ণবের শেষ কথাগুলো বলেছিলো বড্ড কাতর গলায় ভালোবাসাহীন সম্পর্কে কি লাভ তনুকা? তোমাকে ধরে রাখার সাধ্য আমার নেই। গত আটটি বছর আমি চেষ্টা করেছি। আমি ক্লান্ত।

অভিমানে অভিমানে ক্লান্ত হিমাদ্রিও একদিন বলেছিলো-

কোনো অভিযোগ নেই অভিমান নেই, শুভ বিদায় প্রাণেরশ্বরী।

বারান্দায় বিকেল পড়ে এসেছে। দুপুরে অর্ণবের না খেতে আসা অথবা অর্দ্রির না ঘুমানো নিয়ে তনুকা কোনো অভিযোগ করেনি। বারান্দার রকিং চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে আসে। চেয়ারটা আপনা আপনি দুলে যাচ্ছে।

তনুকার চোখের সামনে কতশত দৃশ্য চলে যাচ্ছে প্যানারোমার মতো। অর্দ্রি টেনে টেনে কি যেন গুনছে, বোধ হয় রেলিংয়ে বসা পাখিগুলো।

ও-য়া-ন সুজনপুর রিকশাতে ঘোরা টু-উ-উ দুটি পুরের দেবদারুবন থ্রী-ই-ই মেলায় হাত ধরে ঘোরা ফো-ও-র মৌমিতা নদী সি-ক-স এই নদীর নাম সুতনুকা সে-ভে-ন দেখা হবে মায়া সভ্যতায় এ-ই-ট অর্ণবের সঙ্গে বিয়ে না-ই-ন আজ সারা দিন টে-এ-ন হিমাদ্রি ভেদ করে অর্দ্রিনামক বাতিঘরের হাতছানি।

ধাপ্পা

ষষ্ঠ

কামরুল হাসান শিবলী

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার কোনো সমস্যা নেই। তাহলে আমার কাছে কেন এসেছেন।' প্রায় খেকিয়ে উঠলেন নীরেন্দ্রনাথ বৈশাখী।

সারোয়ার সাহেব অস্বস্তিতে পড়লেন, অস্বস্তি এড়াতে তিনি হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, রোলেক্স কোম্পানির ঘড়ি। যার হাতে এ ধরনের ঘড়ি সে সাধারণ জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাতে আসে না। এমন না যে তিনি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছেন। বিয়ে করে বাচ্চা-কাচ্চা হলে অযথা টাকা-পয়সা নষ্ট হবে চিন্তা করে তিনি বিয়েই করেননি। তারপরও যে এমন অজপাড়াগাঁয়ে জ্যোতিষীর কাছে এলেন তার কারণ মূলত সাইনবোর্ড, বিশাল অর্জুন গাছে লেখা—

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS